দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JAN. 1 4 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

প্রক্টোরিয়াল বিধি ।। সময়ের বাস্তবতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের এক ছাত্রীর সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এম শাহীদুজ্জামানের অশোভন আচরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হচ্ছে ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি এবং শিক্ষক সমাজ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলনের ঝড় থামেনি। একটি পক্ষ দাবী তুলেছে 'কোড অব কনডাক্ট' বা আচরণ বিধি প্রণয়নের। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কোড অব কনডাক্ট' থাকলেও তার সক্রিয়তা নেই। ফলে কর্তৃপক্ষ এখন এই আচরণবিধি পরিবর্ধন-পরিমার্জন, সংস্কার ও কার্যকর করার চিন্তা-ভাবনা করছে। ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনার পর সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হবে। সিন্ডিকেট নিবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ভিসি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল আইনগুলোও সংস্কার ও যুগোপযোগী করার সময় এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রক্টোরিয়াল আইনসহ বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। যে আইনের একটিও এখন প্রয়োগ বা মানা হয় না। ছাত্র-ছাত্রী এমনকি ৯৫ ভাগ ছাত্র নেতাই জানেন না কি আছে প্রক্টোরিয়াল আইনে। অথচ এক সময় এই আইনের কঠোর অনুশাসনের আবর্তে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের চলতে হতো। ১৯৭৩ সালে সর্বশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে প্রক্টোরিয়াল বিধি অনুমোদিত হয়েছিল। পরবর্তীতেও কয়েকটি বিধি-উপবিধি সংশোধন পরিবর্ধন করা হয়। অভিজ্ঞমহল মনে করেন প্রক্টোরিয়াল আইনের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যের কারণে নৈরাজ্যজনক ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কিন্তু কি আছে প্রক্টোরিয়াল আইনে? নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রক্টোরিয়াল আইনে প্রাথমিকভাবে মাত্র ২৫ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। তবে প্রক্টর যদি মনে করেন, এ জরিমানা যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ মাসের জন্য একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখেন। তবে অবশ্যই প্রক্টরকে ভিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সহকারী প্রক্টর সর্বোচ্চ ৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। এই জরিমানা বা বহিষ্কার আইনের প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র একক বা সমষ্টিগতভাবে ধর্মঘট ডাকতে পারবে না। এছাড়া ইচ্ছাকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পদ বা সম্পত্তি ধ্বংস ও ভাংচুর করার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। প্রক্টরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাসে মিছিল, মিটিং প্রভৃতিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন ছাত্র বা ছাত্রসংগঠন এই প্রক্টোরিয়াল আইনের তোয়াক্কা করে না। হরহামেশা ধর্মঘট হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন মিছিল-মিটিং হচ্ছে। এই আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন কঠোরতা লক্ষ্য করা যায় না।

রোকেয়া হলের অভ্যন্তরে ইয়াসিন বাবুল

প্রক্টোরিয়াল আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের জন্য ৩৪টি বিধি ও ১৬টি উপবিধি এবং ছাত্রীদের জন্য ১১টি বিধি ও ৪টি উপবিধি রয়েছে। ছাত্রী হলগুলোতে অধিকাংশ আইন কার্যকরের উদ্যোগ নেয়া হলেও ছাত্রদের হলে ২/৩টি আইন নামমাত্র কার্যকর রয়েছে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাত সাড়ে ৯টা এবং বছরের অন্যান্য সময় রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে ছাত্রদের হলে প্রবেশ বাধ্যতামূলক। কোন কারণবশতঃ দেরী করে হলে ফিরলে হল গেটে রক্ষিত 'নোটবুক'-এ নাম, প্রবেশের সময় ও দেরী করার কারণ লিখে রাখার নির্দেশ রয়েছে। হলের হাউসটিউটররা পরদিন দেরী করার কারণ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া প্রবেশের পর হাউসটিউটররা ইচ্ছা করলে যে-কোন সময়ে হাজিরা নিতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে ছেলেদের হলে প্রবেশের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা এখন নেই।

কিছু হলের গেট সারারাতও খোলা থাকে। প্রক্টোরিয়াল বিধিতে আছে, কোন ছাত্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আসলে হলের হাউসটিউটরের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ ৩ দিন হলে অবস্থান করতে পারবে। অথচ হলগুলোতে মাসের পর মাস বহিরাগতরা অবস্থান করে। কর্তৃপক্ষ এদের ব্যাপারে বড় নিরূপায় ও নিষ্ক্রিয়।

বিবাহিত ছাত্রীদের ব্যাপারে প্রক্টোরিয়াল আইনে রয়েছে তারা হলে অবস্থান করতে পারবে না। ভিসি যদি অনুমতি দেন তবে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য হলে থাকতে পারে। অথচ ছাত্রী হলগুলোতে বহুসংখ্যক বিবাহিত ছাত্রী দিব্যি বসবাস করছে। ১৯৯৪ সালে আন্দোলন করে ছাত্রীরা সূর্যাস্ত আইন বাতিল করেছে। ফলে তারা রাত ৯টা, সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ঋতুভেদে হলের বাইরে যাপন করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনই আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের হলে অবস্থান করার কঠোর নির্দেশ রয়েছে এবং পুনরায় ছুটি না হওয়া পর্যন্ত যথারীতি হলে অবস্থান করতে হবে। হল থেকে ছুটি পেতে হলে অভিভাবকের চিঠি কিংবা মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ শিক্ষকদের কাছে দরখাস্ত করার বিধান রয়েছে; কিন্তু এই নিয়মের হাল 'কাজীর গরু কিতাবে' থাকার মতই।

গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় প্রক্টোরিয়াল বিধি-বিধান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে অধ্যাপক আব্দুল মমিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে শিঘ্রই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

প্রক্টোরিয়াল বিধি যে প্রেক্ষাপটে তৈরী হয়েছিল সে সময় এই প্রজন্মের কাছে নিতান্ত 'গল্পের' মত। পৃথিবীর সাথে পরিবেশ প্রতিবেশ বদলেছে। আধুনিকতার শীর্ষে এখন আমরা। কোনকিছু নেই আর আগের মত। বহু বিবর্তিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিবেশে এখন প্রক্টোরিয়াল আইন যুগোপযোগী করা অনিবার্য।

❑ আনোয়ার আলদীন

> নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রক্টোরিয়াল আইনে প্রাথমিকভাবে মাত্র ২৫ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। তবে প্রক্টর যদি মনে করেন, এ জরিমানা যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ মাসের জন্য একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখেন। তবে অবশ্যই প্রক্টরকে ভিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সহকারী প্রক্টর সর্বোচ্চ ৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। এই জরিমানা বা বহিষ্কার আইনের প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল ঘটনা।